বাংলাভিশন

ISSN: 2079-567X

খণ্ড ১৩ • সংখ্যা ১ • জানুয়ারি ২০১৪

টেকসই উন্নয়নের উত্থান ও পতন: একটি পর্যালোচনা

ড. আহসান হাবিব*

সারসংক্ষেপ: *টেকসই উন্নয়ন এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যানারে অনেক নিষ্ফল উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেয়া হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটা প্রমাণ হয়েছে যে টেকসই উন্নয়ন ধারা যথেষ্ট নয়। বিশেষত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের যেই বৈশিষ্ট্যগুলো শক্তিশালী মনে করা হতো সেগুলোই এখন চরম দূর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে। এটা অবান্তর যে সকল রাষ্ট্রকে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে কোন টেবিলে একত্রিত করা যাবে। বরং উন্নয়ন ও পরিবেশের একটি রাজনৈতিক সংঘাতের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়ে গেছে এই টেকসই উন্নয়ন আশির দশক থেকে নব্বইর দশক পর্যন্ত। মনে করা হতো সাধারণ উন্নয়ন চর্চার ক্ষেত্রে এটি হয়তো কোন সুষ্ঠু ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু বাস্তব জগতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারণা ও চর্চা অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে। এই নিবন্ধে আমরা বিকল্প একটি ধারা পেশ করতে যাচ্ছি যার মূলভিত্তি হবে চারটি কৌশলগত প্রাধান্য। যেমন অংশীদারিত্ব, বৈচিত্র্যকরণ, কার্বন নিঃসরণ এবং প্রযুক্তি ও আবিস্কার সম্প্রসারণ। এটি প্রাধান্যের বিভিন্ন পর্যায়কে বিন্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছে যাতে করে বৈশ্বিক পরিবেশগত শাসন আরো কার্যকরী হয়। তাই বলে এই নিবন্ধ টেকসই উন্নয়ন বিরোধী কোন লিখনী নয়। এটি হচ্ছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি সহায়ক একটি হাতিয়ার মাত্র।*

ভূমিকা

যখন কেউ বড়সর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তখন তাকে দুটি সমস্যার সমাধান করতে হয়। যদি বড় প্রশ্নটি সঠিক কোন নকশা অনুসরণ না করে তাহলে এর আগামাথা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান তার বিভিন্ন পরিভাষার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিতে পারে। যদি কোন প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই এমন কোন পরনির্ভরশীল চলককে বুঝতে চায় তাহলেও উত্তরের সফলতা সীমাবদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে যত চেষ্টাই করা হবে তা ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হবে। তখন বাধ্য হয়ে প্রশ্নটিকেই আবার ঢেলে সাজাতে বাধ্য হবে আর সেটি হবে প্রাথমিক পরনির্ভরশীল চলক সংক্রান্ত যাতে সুসংগঠিত প্রশ্নের আলোকে অর্থবহ কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতয়টি সমস্যার ধরণগুলো হচ্ছে উত্তর সংক্রান্ত যা কিনা এই বৃহত্তর প্রশ্নের দাবি। স্বভাবতই বৃহত্তর প্রশ্নের দাবী হবে দীর্ঘায়িত উত্তর। এ ধরনের উত্তর হয়তো কোন প্রপঞ্চকের বুঝতে সাহায্য করবে কিন্তু পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলো কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারবে না। তাই বলা যায়, কে কোন ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজে পেতে চায় অনেকটা তার উপরও প্রশ্নের ধরন নির্ভর করে। মৌলিক পর্যালোচনাই বৃহত্তর কোন প্রশ্নের প্রেক্ষাপট খুঁজে দিতে পারে এবং এটি আমরা *Review of European Community & International Environmental Law* (রিসিয়েল) এর এই সংখ্যাটিতে খুঁজে পাব। আমি এই সংখ্যার এবং পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোর বিভিন্ন গবেষকদের এই ধরনের বড়সর একটি প্রশ্ন করেছি। পূর্বোল্লেখিত অপর্যাপ্তর জন্য অবশ্য আমি এখনো নিজেকে দায়ী মনে করি। প্রশ্নটি ছিল এ ধরনের: বৈশ্বিক প্রাকৃতিক সুশাসনের কোন মৌলিক পরিবর্তনগুলো আমাদের আনা দরকার যাতে করে আমরা প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন প্রণয়নে অগ্রগতি লাভ করতে পারি? নিঃসন্দেহে প্রশ্নটি যেমন বড়সর তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও দুটি বিষয় বিবেচনা করে আমি প্রশ্নটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রিও+২০ সমাবেশে এই প্রশ্নটি আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে। রিও+২০ সম্মেলনে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়টিও উঠে আসে মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে। টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কীত বিভিন্ন উন্নয়ন সমাবেশের ফলাফলগুলো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে ঘাটতিগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে পূরণ করা যায়।[১] স্বভাবতই বাস্ত বায়ন ছিল এই সম্মেলনগুলোর মূললক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিত্য নতুন অনেক ধারণা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমি চারটি 'Gordian knots' সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন

* সহকারি অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), অ্যাপ্লায়িড সোসিওলজি বিভাগ, আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এগুলো জানাটা অর্থবহ হবে বলে মনে করি। চারটি 'Gordian knots' হচ্ছে অংশীদারিত্ব; বৈচিত্রকরণ; কার্বন নিঃসরণ এবং প্রযুক্তির উত্থাপন ও সম্প্রসারণ। সুনির্দিষ্টভাবে এই নিবন্ধে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যদিও এর কিয়দাংশে এই চারটি বিষয়ের সমালোচনারও উত্তর রয়েছে।

এই নিবন্ধে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে প্রধান বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছি এবং ধারণাগত দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের বুঝে আসে যে আশির দশকে প্রবর্তিত টেকসই উন্নয়ন ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের অযোগ্য মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে বিতর্কের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র আমি মনে করি এই রিসিয়েল এবং যারা পলিসি নির্ধারণ করবে তাদের জন্যও বিতর্কের দুয়ার উন্মুক্ত রইল। ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনে জন্মের পর থেকেই রিসিয়েল যুগ ধরে টেকসই উন্নয়নের গান গেয়ে আসছে। তারা তাদের বর্তা শুধুমাত্র আইন বিশারদদের কাছেই পৌঁছায় নি বরং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে। পলিসি হর্তাকর্তাদের কাছেও যথারীতি বিষয়টি পৌঁছানো হয়। আমি মনে করি এত সকল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর কারণে আমার এই নিবন্ধটি বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত যাতে করে ভবিষ্যত গবেষণা প্রকল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা প্রবর্তন করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন নামের একটি সাপ

আমরা যদি আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করতে চাই তাহলে কোথা থেকে শুরু করা যায়? বড় এই প্রশ্নের পেছনে বিগত ৫০ বছর ধরে চলে আসা বিশ্ব পরিবেশ শাসনের বিবর্তনের বিষয়টি রয়ে যায়। এখানে যে বিশ্ব পরিবেশ শাসনের কথা বলা হয়েছে আমি এগুলো দ্বারা ঐ সকল নিয়মকানুনকে বোঝাই যেগুলোর মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীকরণ এবং অআঞ্চলিকরণ সমস্যাগুলোর সমাধান বোঝানো হয় অথবা আন্তর্জাতিক অভিন্ন ঐ সকল পণ্যকে বোঝানো হয় যেগুলো পরিবেশের রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।[২] এই সংজ্ঞায় আমরা লক্ষ্য বানিয়েছি প্রধানত পরিবেশ সংক্রান্ত শাসন প্রক্রিয়াকে যার মূলভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন সাদামাটা কিংবা জটিল আচরণ, বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন এবং বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ ও ফোরাম। ফোরাম হিসেবে আমরা *International Forum on Chemical Safety* কে উল্লেখ করতে পারি। এখানে যে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেটি বিরাষ্ট্রীকরণের শিকার সরকারী প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত। এই নিবন্ধে এটাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদেরকে সবার আগে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে।

আমার মতে টেকসই উন্নয়নকে ঘিরে যে সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো ব্যর্থ হতে চলছে। এর কারণ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত যে মতবাদ ও ধারণাগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলো বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ শাসন বিশেষ করে বাস্তবায়নের জন্য মজবুত কোন ছাতা মেলে ধরতে পারছে না। টেকসই উন্নয়নের যে বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মনে করা হতো সেগুলোই এখন চরম দূর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে। এখন তো আর বিশ্বের সকল রাষ্ট্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে আলোচনার টেবিলে বসা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র ৮০র দশক থেকে ৯০র দশক পর্যন্ত উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আয়োজনে সফল ছিল। অনেকেই ভেবেছিল এর মধ্যেই উন্নয়ন ও পরিবেশের মাধ্যমে সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা গেল এটি বেশ অপ্রতুল দূর্বল ব্যবস্থা। এ বিষয়ে আমি কি বলতে চাই তা আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত। ৮০র দশকের দিকে যখন টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি উপরে উঠে আসে[৩] তখন এর সাথে সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত ছিল। ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের 'Our Common Future' যখন ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়[৪] তখন এই পরিভাষাটি আলোর মুখ দেখে। ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে এটাই ছিল শিরোনাম।[৫] সবার ধারণা ছিল পরিবেশ রক্ষার জন্য এটিই হতে পারে বিশ্ব দিকনির্দেশনা। এই পরিভাষা থেকে সময়ের আবর্তে পরিবেশ উন্নয়ন ও সবুজ অর্থনীতির মতো আরো অনেক পরিভাষা উৎসারিত হলেও বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সম্মতি যোগারে ব্যর্থ হয়।[৬] আলজেরিয়া, ব্রাজিল ও ভারতের মতো দেশগুলো ষাটের দশক থেকে যে পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো ব্যক্ত করে আসছিল টেকসই উন্নয়ন এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূরীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে সবাই মনে করে। তাই অন্যান্যদের ছাপিয়ে এই পরিভাষাটি গুরুত্ব লাভ করে। তবুও দেখা যায় এটি যা দাবী করে তার মত করে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে কোন বিভাজন সৃষ্টি করে নি। বরং শুধুমাত্র ব্যাপক সম্মতি অর্জন করার জন্য বিষয়টির উপর একটি বড়সর চাদর রেখে দেয়।

জন্মের পর থেকে এ যাবৎ শুরুতে যা ছিল এখনো তাই আছে। এই পরিভাষার সফলতা শুধু এতটুকুই যে কুটনৈতিক চালাকির মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষকে একটি অভিন্ন ব্যানারে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা বেশ দূর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণের কথা ভাববে না? এই পরিভাষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে তিনটি। পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন।[৭] কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল কি হতে পারে তা নির্ধারণে কোন সফলতা দেখাতে পারে নি। Genetically modified organisms বা জিএমও যখন কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবিত হয় তখন কেউ কি ভেবেছে তা টেকসই উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? অনেকেই হয়তো বলতে পারেন না। যেহেতু পরিবেশ সম্পর্কে আসলে আমাদের অধিকাংশের ধারণাই দূর্বল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের অনেকেই বলতে পারেন যে জিএমও কৃষিপণ্য খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কেননা এগুলোর জন্য পানি তুলনামূলকভাবে কম লাগে। কেউ কি বলবে টেকসই উন্নয়নের সাথে দেশে দেশে বিদ্যুতের জন্য পারমানবিক স্থাপনা তৈরি করাটা সঙ্গতিপূর্ণ? আবারো অনেকেই হয়তো বলবে না, কেননা এই পারমানবিক স্থাপনাগুলোতে যে পারমানবিক তেল সংরক্ষিত থাকে তা বেশ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বিষয়। যে কোন সময় দূর্ঘটনা দেখা দিলে সেগুলো বেরিয়ে পড়লে মহাপ্রলয় দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন উদীয়মান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে যদি সস্তা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হয় তাহলে এর কোন বিকল্প নেই। এতে করে ঘন ঘন বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা তৈরি করে অনিষ্টকর গ্যাস নির্গমনের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হতে পারে 'Intellectual property rights' (আইপিআরএস) এর প্রয়োগ এবং উন্নয়ন কি টেকসই উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? অনেকেই হয়তো বলতে পারেন না কেননা আইপিআরএস এর কারণে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগুলোর সম্প্রসারণ বাঁধাগ্রস্থ হবে। পক্ষান্তরে অন্য অনেকেই বলতে পারেন যে আইপিআরএস ছাড়া কোন সম্প্রসারণ তো দূরের কথা কোন প্রযুক্তি আবিস্কারেরও মুখ দেখবে না।[৮] যাক, এর চাইতে বেশি উদাহরণের আর প্রয়োজন নেই। এতটুকু বুঝলেই যথেষ্ট যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো দেখা দিবে সেগুলো বহুবিধ। যেখানে টেকসই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে[৯] অথবা টেকসই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন[১০] করার চেষ্টা হচ্ছে সেখানে বাস্তবায়নের জন্য অনেক উপকরণ ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো থেকে এখনো অনেক দূরে।[১১] টেকসই উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা কিন্তু এর বাস্তবায়ন খুবই কঠিন। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়িত করতে হলে নতুন অনেক আইনও প্রবর্তন করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু এ ধরনের কোন আইন প্রবর্তনে সফলতার মুখ দেখা যায় নি।[১২] সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যমতপূর্ণ ধারণা প্রবর্তনের প্রয়োজন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনো এ বিষয়টিতে স্পষ্ট কোন ধারণা পেশ করতে পারে নি।

এখন আর সময় নেই নতুন করে ঝুঁকি নেয়ার। ১৯৮২ সালে যখন United Nations Environment Programme (ইউনেপ) তার গর্ভনিং কাউন্সিলের আয়োজন করে তখনই যে চিত্রটি তুলে ধরা হয় তা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।[১৩] পলিসি প্রবর্তকরা সেই ষাট দশক থেকে চেষ্টা করে আসছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে যাতে কোন কার্যকর আইন প্রবর্তন করা যায় সেখানেই দেখা যায় দিনে দিনে পরিবেশ সূচকগুলো অবক্ষয়ের দিকেই যাচ্ছে। পরিবেশ মন্ত্রনালয় থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত বাণিগুলো আরে বের হয় নি এগুলো সরকারী দপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পলিসি প্রবর্তনকারী কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ২০০৪ সালে এক সাক্ষাতকারে যখন গ্রো হার্লেম ব্র্যান্টল্যান্ডকে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা সরকারী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি।[১৪]

১৯৮৩ সালে যখন World Commission on Environment and Development (WCED) গঠিত হয় তখন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় যে সাধারণ জনগণের কাছে পরিবেশ সংক্রান্ত বার্তাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য তারা টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির সাথে পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করে। ডাবলিওসিইডি চেষ্টা করে যাতে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া যায়। তারা পরিবেশ শাসনের বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করলে আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়ন ধারায় নতুন এক পরিভাষার সৃষ্টি হয় যা কয়েকযুগ ধরে বিরাজ করে। এ ধরনের নতুন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৯২ সালে পৃথিবীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই প্রভাবে Climate Change Convention[১৫] এবং Kyoto Protocol[১৬] এবং the Convention on Biological Diversity[১৭] এবং Biosafety

Protocol,[১৮] UN Convention to Combat Desertification[১৯], the Straddling Fish Stocks Agreement,[২০] the Rotterdam Convention 21 এবং the Stockholm Convention[২২] এর আয়োজন করা হয়। এ সকল সম্মেলনে পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলোর ঘাটতিগুলোর সংশোধন করারও চেষ্টা করা হয়।[২৩]

তারপর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা বাস্তবিক সমস্যাগুলোর কোন সমাধান খুঁজে পায়নি বিশেষ করে পরিবেশ ও উন্নয়ন সমতার সংঘর্ষে। যদি ধারণার কথা ভেবে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে টেকসই উন্নয়ন ছিল শুধুমাত্র এক ধরনের অনুপ্রেরণা ও বিশ্বাস যা উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় চায় কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটি ততটা কার্যকর কোন মতবাদ কিংবা চর্চা নয়। নেতিবাচক ও হতাশাব্যাঞ্জক বিষয়গুলো ৯০র দশকের শেষের দিকে ধীরে ধীরে প্রতিভাত হতে থাক যখন বিশেষজ্ঞগণ টেকসই উন্নয়নের মতবাদগুলো চর্চায় রূপান্তরিত করতে যায়। প্রথম ধাক্কাটি আসে ১৯৯৭ সালে যখন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় 'Earth Summit+5' আয়োজন করা হয়। এই সাধারণ সভায় জাতিসংঘ 'Programme for the Further Implementation of Agenda 21' নিয়ে আলোচনা করে ঃ

জাতিসংঘ যখন পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর একটি সম্মেলন করে তার পাঁচ বছর পরেই বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয় ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে।..... কিছু কিছু উন্নয়ন দেখা দেয় শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক গণমত তৈরিতে, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনে, গণঅংশীদারিত্বে এবং বেসরকারী খাতে। তাছাড়া কোন কোন দেশ দুষণরোধে কিছুটা সফলতাও দেখা দেয় যার কারণে বিপর্যয়ের মাত্রা কিছুটা কমে আসে। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবে পরিস্থিতি অবনতির দিকেই ঝুঁকেছে বেশি।[২৪]

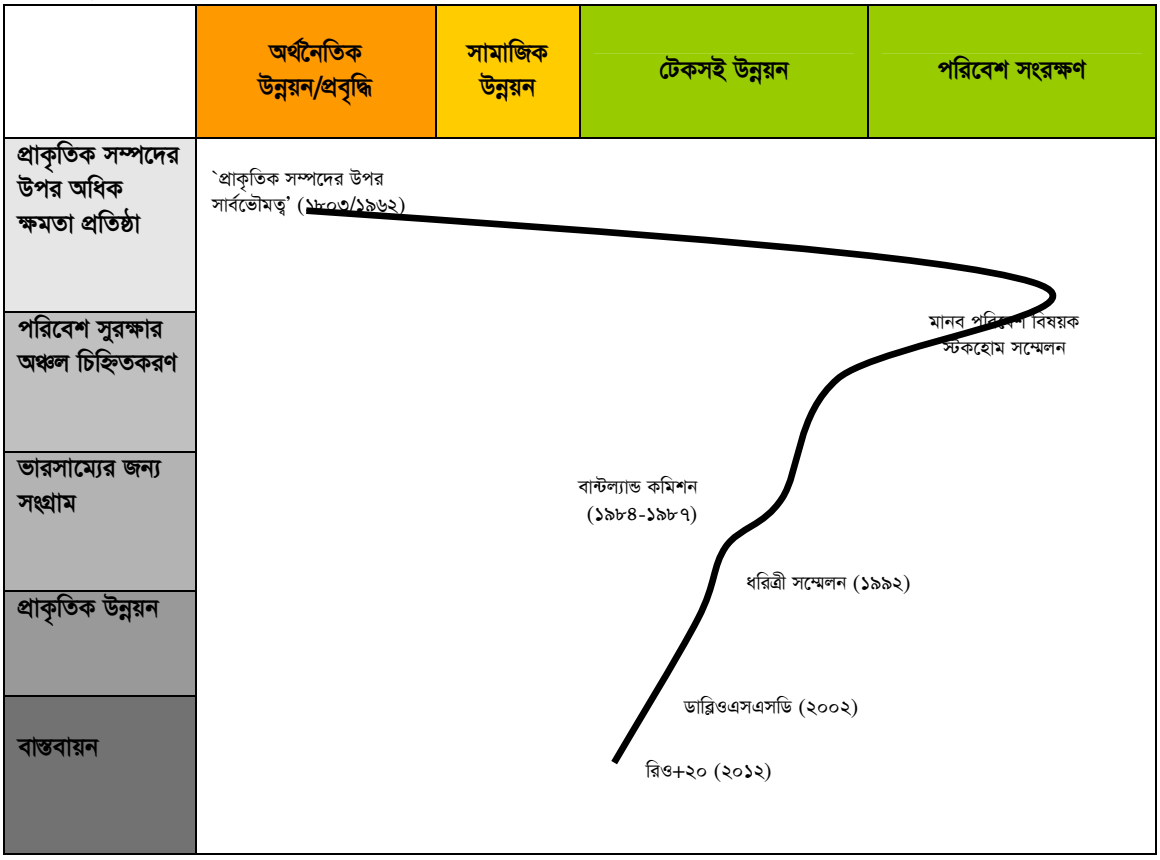

ফিগার-১ টেকসই উন্নয়ন নামের একটি সাপ

যখন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ২০০২ সালের আগষ্ট/ সেপ্টেম্বর মাসে (WSSD) অর্থাৎ World Summit on Sustainable Development এর আয়োজন করা হয়[২৫] তখন প্রয়োগের বিষয়ে ব্যাপক হতাশার বিষয়টি উপরে চলে আসে। ২০১২ সালের রিও+২০ সম্মেলনে পুণরায় বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় ও সমন্বয়হীনতার বিষয়গুলোর প্রত্যায়ন করা হয়।[২৬]

পরিবেশ বিপর্যয়ের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এখন মতবাদ নয় প্রয়োজন চর্চা ও প্রয়োগের (দেখুন, ফিগার-১)। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সমন্বিত সমাধান এখন সময়ের দাবি এবং টেকসই উন্নয়ন এই মতবাদের পক্ষেই বলে যায়। বহুল প্রশংসিত এই মতবাদই কিন্তু শেষ পর্যায়ে তার একমাত্র ও প্রধান দূর্বলতায় পরিণত হয়। রিও+২০ সম্মেলনে দু'শরও বেশি রাষ্ট্র একসাথে হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে টেকসই উন্নয়ন পরিভাষার আলোকে। তারা ব্যবসা বাণিজ্য, সবুজ অর্থনীতি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ, সমুদ্র্য সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তবে যেগুলো উল্লেখ করা হলো এগুলোর বাইরেও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সম্মেলন পত্রে 'issue briefs' আকারে এগুলো প্রকাশ করা হয়।[২৭] এত সকল সমস্যার মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া যায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়াটাই ছিল সমস্যা সঙ্কুল বিষয়। টেকসই উন্নয়ন যে পর্দা অর্থনীতি ও পরিবেশ বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে তা না উঠিয়ে কিভাবে সকল প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব? এগুলোর সাথে অবশ্যই অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পৃক্ত। কিউটো প্রটোকলে পরিবেশ সংরক্ষণে কিভাবে অর্থনৈতিক দায়িত্ব বন্টন করা যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়।[২৮] আমরা যদি অর্থনৈতিক দায়িত্বগুলোর বিষয়ে আলোচনা না করি তাহলে নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

টেকসই উন্নয়ন যে বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে তা একটি অতিরিক্ত সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। ২০০৮ সালে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় তখন অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি সোচ্চার ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলো। এখন দেখা যায় পরিবেশের পরিবর্তে তারা সবাই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয় যার কারণে টেকসই উন্নয়ন তার আবেদন অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। নতুন করে কেউ আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পরিবেশ সংরক্ষণকে সম্পৃক্ত করতে চাইলো না।[২৯] এখন দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন জগতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে অনেকটাই অভিবাসীর মতো অনেকটা অগন্তুক হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সবাই যখন শুধুমাত্র উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির উপর মনোযোগ দেয় তখন পরিবেশের বিষয়গুলো উপেক্ষিত রয়ে গেল। যখনই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে সংঘাত দেখা দেয় তখন উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির বিষয়গুলোই প্রাধান্য পায়। সর্বক্ষেত্রে এ রকম হয়ে থাকে বলে জোর দিয়ে বলা না গেলেও এতটুকু বলতে পারে যে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে উন্মুক্ত সমর্থন দেয়ার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরোল্লিখত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বহীন ও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে এখন আর কোন দিকনির্দেশনা প্রবর্তনের ক্ষমতা রাখছে না এই মতবাদ। পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তাই আমাদের এখন প্রয়োজন নতুন একটি মতবাদের যা হবে বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত এবং স্পষ্ট। বিশ্ব পরিবেশ শাসন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা হবে একটি আদর্শ যাতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না। এই মতবাদের আলোকেই পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্পষ্ট প্রয়োগের ভিত্তিতে প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

সাপটিকে পুণঃবিন্যস্ত করা

বিগত দুইটি শিরোনামের অধীনে আমরা বড় দুইটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি : টেকসই উন্নয়ন স্পষ্ট কোন প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারে নি তাই এর সমাধান কি হতে পারে? এবং, যদি চিহ্নিত করা যায় তাহলে কোন পদ্ধতিতে প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়নের আলোকে সবাইকে নিয়ে একটি সংলাপের প্লাটফর্ম তৈরি করা যায়?

প্রাধান্য নির্ধারণ ঃ একটি বিকল্প আদর্শ

প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রথমেই Gordian knots এর চারটি উপাদান নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে অংশীদারিত্ব, বৈচিত্র্যকরণ, কার্বন নিঃসরণ এবং আবিস্কার ও প্রযুক্তির সম্প্রারণ। বিশ্ব পরিবেশ শাসনের শরীরে এগুলোকে আমরা আকুপাংচার বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রাধান্যের ভিত্তি হতে পারে এই চারটি বিন্দু এবং একে কেন্দ্র করে টেকসই উন্নয়নের সাতটি নতুন একটি অবস্থান নির্ধারণ করতে পারি। নতুন করে সাজানোর অর্থ হলো এই চারটিকে কেন্দ্র করে প্রাধান্যের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে

আলোচ্য বিষয়গুলোতে সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।[৩০] তবে সমস্যা হলো সুশীল সমাজ অংশীদারিত্বের ব্যাপারে ততটা অভ্যস্ত নয়। সকল রাষ্ট্রের মাঝে বৈচিত্রগুলো সমানভাবে মেনে নেয়াও সম্ভব নয়। কেননা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেও রাষ্ট্রভেদে বিভিন্ন বৈষম্য আমাদের মেনে নিতে হবে। তাছাড়া জীবাশ্ম থেকে আহরিত জ্বালানী শক্তিগুলোর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বিগত কয়েক যুগ ধরে মানব সভ্যতা এগুলো উত্তোলন করেই পরিচালিত হয়ে আসছে। আর রইল আবিস্কার ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন নিয়মকানুন ও আইপিআরএস বিধান। বর্তমান যে পরিবেশ শাসন বিরাজ করছে এগুলোর সবকটির সীমিত কার্যকরিতা দেখিয়েছে। যদি কোন একটিতে অপর কোন প্রপঞ্চের চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করা যায় তাহলে বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য হীনতার সৃষ্টি হবে। এটি কাঠামোগত বিভিন্ন পরিবর্তনও নিয়ে আসতে পারে। ফিগার-২ তে এই নমুনাটি গ্রাফের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রতিটি প্রপঞ্চই একে অপরের সাথে সামনের কাতারে থেকে প্রতিযোগীতা করে যাচ্ছে। এই চারটি প্রপঞ্চের আওতাধীন আবার অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্তি এবং পানি দুষণ, বর্জ্য পরিশোধন, জ্বালানী উৎপাদন, জৈবিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ফিগার-২ তে যে তিনটি কলাম দেখানো হয়েছে তাতে বর্তমান অবস্থায় প্রতিফলিত হচ্ছে চারটি প্রপঞ্চকে কেন্দ্র করে। ডানদিকের কলামটিতে আমরা কিছুটা উন্নতি দেখতে পাচ্ছি এবং এর মধ্যে মধ্যমানের কিছু সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। এই তিনটি কলামের অধীনে আমরা আরো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করতে পারি। এখন আমরা চারটি প্রপঞ্চ প্রতিটি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি।

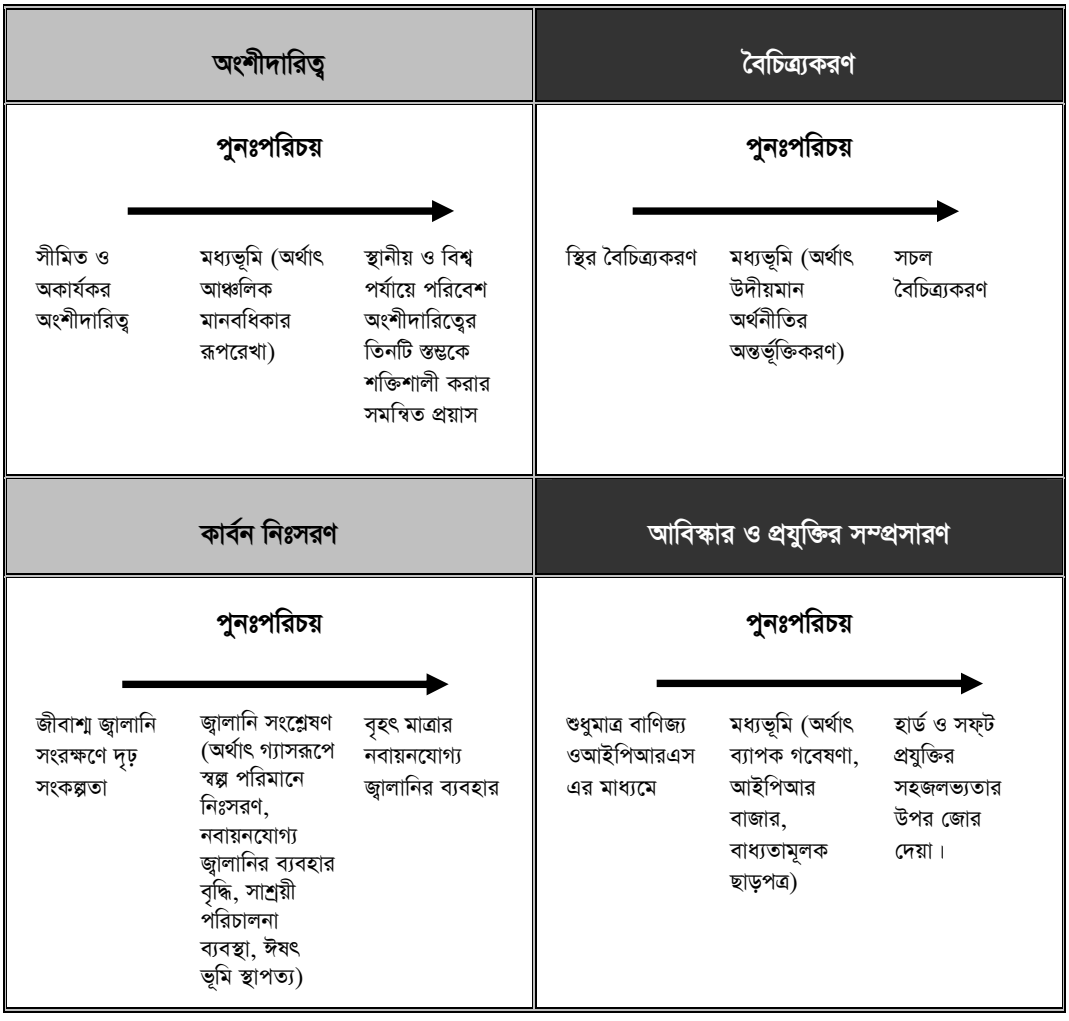

ফিগার-২ একটি বিকল্প মডেল

অংশীদারিত্ব

দেখা যাচ্ছে চারটি প্রপঞ্চের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে অংশীদারিত্বকে। কেননা অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই এমন সামাজিক শক্তি তৈরি করা যায় যা সরকার এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোকে প্রভাবান্বিত করে তাদের কর্মকান্ডে পরিবর্তন আনতে পারে। ব্যক্তি ও দল, সাধারণ নাগরিক থেকে শুধু করে কর্মী, ভোক্তা, উৎপাদনকর্মী এবং উদ্যোক্তা হিসেবে এবং অংশীদারিত্ব চর্চা করতে পারে।[৩১] এই ধরনের ক্ষমতায়ন কৌশলের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। সরকারী এবং শিল্প পর্যায়ে বিনিময় প্রক্রিয়া নতুনভাবে সাজানোর জন্য এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাহলেই পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও প্রক্রিয়া বাস্তবতার মুখ দেখবে।

যদি অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হয় তাহলে শিক্ষা ও সচেতনতা নিয়েও নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। তবে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনেক ধীর গতি সম্পন্ন হলেও পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বাজার অবস্থানকে প্রভাবিত করতে হলেও অংশীদারিত্বের প্রয়োজন রয়েছে। ভোক্তারা তাদের চাপ সৃষ্টি করতে পারে বিভিন্ন শিল্প কারখানার উপর পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন করার তাগাদা দিয়ে। এর বাইরে রয়েছে পরিবেশগত অংশীদারিত্ব। এর অর্থ হলো সাধারণ জনগণের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য থাকতে হবে। এরই আলোকে তারা পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তে নিজেদের অংশীদারিত্বের চর্চা করতে পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোন আইন বলবদ করার জন্য তারা আদালতের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পাবে।[৩২]

বিগত কয়েক দশকে দেখা গেছে পরিবেশবাদী দলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী লোভী দলগুলোর বিরুদ্ধে জিতে এসেছে। ব্যাপারটা অনেকটাই প্রত্যাশার বাইরে বলে মনে করছেন অনেকেই।[৩৩] এই সাফল্যের ধারায় দ্বিতীয় সীমান্ত হতে পারে পরিবেশবাদীর দল ও ব্যবসায়ী দলগুলোর যুদ্ধ ক্ষেত্র। কিন্তু যদি এই দলে ব্যবসায়ী জনগণকেও ভেড়ানো যায় তাহলে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন কার্যকর করা আরো সহজ হবে এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও সেবা সরবরাহ করার ক্ষেত্র সুপ্রশস্থ হবে।[৩৪] বর্তমানে সরকারগুলো রাজনৈতিক পরিবেশবাদী দল এবং ব্যবসায়ীক লোবিগুলোর টানাপোড়নে আছে।[৩৫] তাই আমাদের প্রস্তার হলো যদি ব্যবসায়ী লোবিরা পরিবেশবাদী দলের সাথে যুক্ত হয় তাহলে পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়িত করা যাবে। যদি ব্যবসায়ী লোবিগুলোকে বোঝানো যায় তাহলে পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়ী দল তৈরি হবে যারা বাজারের অবস্থা পরিবর্তনে পরিবেশবাদী দলগুলো থেকে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। তারাই পারবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে। যদি এই ধারায় কোন রাষ্ট্র এমন হয় যে ব্যবসায়ী লোবি ও পরিবেশবাদী দলগুলোর কারণে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে সাধারণ জনগণেরও সমর্থন পাওয়া যাবে।[৩৬] এতে করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় এই রাষ্ট্রটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে।[৩৭] এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। আমরা দেখেছি এই আন্দোলন শুরু হবে স্থানীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটিকে প্রবাহিত করতে হবে।

ব্যবসায়ী লোবির বিপরীতে পরিবেশ লোবিটিকে শক্তিশালী করতে হলে সাধারণ জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ভোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সম্বন্ধে তথ্য দিতে হবে। তাদেরকেও ভোগের ধরণ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিতে হবে এবং অনিষ্টকর পণ্যের পরিবর্তে নতুন পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও সেবাকে উৎসাহিত করতে হবে। যদি তা করা হয় তাহলে আমরা 'green dominos' মতবাদ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হব।[৩৮]

যাদ মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঠিক রেখে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চাই তাহলেও অংশীদারিত্বের কোন বিকল্প নেই। পরিবেশবাদী মতবাদ অর্থাৎ 'Environmentalism' যদি সঠিকভাবে পরিচালিত করা না হয় তাহলে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কেননা মাঝেমধ্যেই পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি মৌলিক মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দেখা দেয়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে সেগুলোর যে শুধু রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি করতে হবে তাই নয় বরং যারা অধিকার ভোগ করবে এবং ব্যক্তি পর্যায়েও এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান থাকতে হবে।[৩৯] যখন অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে তখন অন্যান্য তিনটি প্রপঞ্চ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাও আমরা অর্জন করবো।

বৈচিত্র্যকরণ

বৈচিত্র্যকরণ বলতে আমরা একাডেমিক ও পলিসি চত্বরে যা বোঝায় তা শুধু ন্যায় পরায়নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর প্রভাব আমরা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনেও দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈচিত্র্যকরণকে সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।[৪০] এগুলো হচ্ছে সমন্বিত বাধ্যবাধকতা এবং আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তা। এই কৌশলগুলোকে যদি আমরা বৈচিত্র্যকরণের ধারাবাহিকতায় নিয়ে না এসে উন্মুক্ততায় ছেড়ে দেই তাহলে বৈচিত্র্যহীনতা কিংবা অতিমাত্রায় বৈচিত্র্যকরণের কারণে বৈচিত্যকরণ প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।

রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী বৈচিত্র্যকরণ নির্ভর করে অনেকটা দায়িত্বের বিতরণের উপর।[৪১] যে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা হবে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেই সকল দায়িত্ব দিয়ে বসাটা সমীচিন হবে না।[৪২] যদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন বৈচিত্র্য দেখা দেয় তাহলেও বৈচিত্র্যকরণের বিষয়টি সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

মন্ট্রিয়াল প্রটোকলে ওজন স্তর রক্ষার যে উদ্যোগ নেয়া হয় তাতে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে এক ধরনের বৈচিত্র্যকরণ চর্চা করা হয়।[৪৩] কিওটো প্রটোকলেও আমরা উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে এক ধরনের বৈচিত্র্যকরণ দেখতে পাই। মন্ট্রিয়াল চুক্তি হচ্ছে বৈচিত্র্যকরণের একটি উত্তম আদর্শ। এখানে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় শুধুমাত্র সময় সীমা নির্ধারণ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। কিওটো চুক্তিতে যেমন এক তরফাভাবে সবকিছু এক শ্রেণির উপর চাপিয়ে দেয়া হয় মন্ট্রিয়াল চুক্তিতে তা করা হয় নি। মন্ট্রিয়াল চুক্তি অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রকেই উৎপাদন ও ভোগ হ্রাসের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর উপাদানগুলো বিবেচনা করে নিম্নমুখী হতে পরামর্শ দেয়া হয়। তবে বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরো নমনীয় থাকে এবং তাদের আরো সহযোগিতারও আশ্বাস দেয়া হয়। আমি মনে করি এটি হচ্ছে ভারসাম্য ও কার্যকরীতার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত যা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে আমাদের বিতরণ উদ্দেশ্য, বিতরণ কর্মী ও পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই বৈচিত্র্যকরণ যথাযথভাবে চর্চা করা সম্ভব। তবে এই ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোতে তাদের স্থানীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে। আবহাওয়া পরিবর্তনের কথা যখন আসবে তখন সবার আগে আসে দুষণ নির্গমনের বিষয়টি। গ্রীণ হাউজ গ্যাস প্রতিরোধে অনেক দেশেরই এখন আর্থিক ও প্রযুক্তি সহযোগিতার দরকার। যদি বৈচিত্র্যকরণ চর্চা করতে হয় তাহলে এই সকল প্রযুক্তি পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রগুলোকে যথাযথভাবে সরবরাহ করতে হবে।

কার্বন নিঃসরণ

পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে আমাদের জ্বালানী সম্পর্কিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে। জীবাশ্ম থেকে আহরিত জ্বালানীগুলো বিগত দশ বছরে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক রূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে।[৪৪] এদের দুষণ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানী ও সরকারগুলো উৎপাদন হ্রাসে সম্মত হয়েছে তবে ভবিষ্যতে তারা তাদের বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হবে বলে তাদের আশ্বস্ত করা হয়।[৪৫]

কার্বণ নিঃসরণের প্রশ্নে এই প্রপঞ্চের সঠিক নেতিবাচক প্রভাবগুলো এখনো যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হয় নি। তবে জীবাশ্ম থেকে আহরিত জ্বালানী উৎপাদনকারী কোম্পানী ও দেশগুলোকে এ বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে ভূ প্রকৌশল প্রযুক্তি কার্বন নিঃসরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।[৪৬] তাছাড়া সাধারণ জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তবে কিছু কিছু শিল্পক্ষেত্রে এ বিষয়ে অনেকটা নমনীয়তা অবলম্বন করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি প্রয়োজন পরে আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই নমনীয়তা প্রযোজ্য হতে পারে তবে কোন মতেই অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। যেমন ওজন ক্ষয় ও জীব বৈচিত্র্য দুষণ জাতীয় ক্ষেত্রে।

বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার জন্য যে সংলাপে আমরা প্রায় বসি তাতে কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে পারে। যদি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন দিক নির্দেশনা থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক সংলাপগুলোও ফলপ্রসূ হবে।[৪৭] যদি তাই হয় তাহলে অন্তত এর ইতিবাচক প্রভাবগুলো সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হতে পারি। এই লক্ষ্যে জীবাশ্ব জ্বালানীর ব্যাপারে

কিছুটা দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। জাতিসংঘ তার International Law Commission[৪৮] এর মাধ্যমে যখন এই বিষয়ে কোন আইন প্রবর্তন করতে যায় তখন কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রই এর প্রবল বিরোধীতা করে। যতদিন জ্বালানী শাসনের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক নমুনা[৪৯] বিরাজমান থাকবে ততদিন কার্বন নিঃসরণের জন্য প্রয়োজনীয় বহুপাক্ষিক সংলাপের বিষয়টি উহ্য থেকে যাবে। জীবাশ্ম জ্বালানী বিষয়ে এখন যেই দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে আমরা রয়েছি তারই ভিত্তিতে আমরা বহুপাক্ষিক কার্বন নিঃসরণ সংলাপের পরিধি ও কার্যকারিতা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে।

আবিস্কার ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

জীবাশ্ম জ্বালানী সম্বন্ধীয় যে অসামাধানযোগ্য সমস্যা রয়েছে তার মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শুধুমাত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না বরং এর সম্প্রসারণ নিয়েও চিন্ত াভাবনা করতে হবে। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে অমর্ত্য সেন বলেছেন যে এর কারণ আমরা যা মনে করি তা নয়। এর কারণ আসলে খাদ্য ঘাটতি নয় বরং যাদের খাদ্যের প্রয়োজন তাদের খাদ্যের মজুত পর্যন্ত পৌঁছানোটাই সমস্যা। তাই দুর্ভিক্ষের সমাধান করতে হলে তারা যাতে খাদ্যের সন্ধান পায় তার ব্যবস্থাই করতে হবে।[৫০] আমরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টিকে উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। এখন দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট সংক্রান্ত আইন দিয়ে বিশেষ করে আইপিআর এর মাধ্যমে এগুলোর সম্প্রসারণকে পেছনের দিকে ধরে রাখা হয়েছে। আইপিআর এর কারণে এগুলোর সম্প্রসারণ অনেক ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অনেক সময় উদ্ভাবনকারী সংস্থাগুলো এর সম্প্রসারণের বিষয়টি সরাসরি নাকোচ করে দেয়। এটি আসলে শুধুমাত্র কোন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্চ নয় বরং এক ধরনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জও বটে। আইনি চ্যালেঞ্জের কথাও অস্বীকার করা সমীচিন হবে না।[৫১] আইপিআর এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও আইনি আবিস্কারগুলোকেও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার দোহাই দিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এখন অনেকটা শিথিল করা হয়েছে।[৫২] তাই আমরা মনে করি প্রযুক্তিগত আবিস্কারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও আইনি আবিস্কারগুলোও আমাদের উন্নয়ন ধারায় নিয়ে আসতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন মতবাদের সাথে সম্পর্ক

যদি আমরা উল্লেখিত চারটি প্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি তাহলেই এর অন্তর্ভূক্ত নির্দিষ্ট বিষয়গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই চারটি বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হলেই আমরা বুঝতে পারবো বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনে কিভাবে অগ্রগতি কতটুকু সাধন করা যায়। অতঃপর, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলো সত্যিই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা তা উপলব্ধি করার সাথে সাথে বিধানগত চ্যালেঞ্জসমূহ আমরা চিহ্নিত করতে পারবো। এভাবে সরকারি খাতগুলোকে তাদের বিনিয়োগকে পরিবেশবান্ধব হতেও আমরা উৎসাহিত করবো। তাই প্রাধান্যের ভিত্তিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদেরকে এই চারটি প্রপঞ্চকে সুনির্দিষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে করে আমরা বৈশ্বিক পরিবেশ শাসন চর্চা করার সঠিক সুযোগ পাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে উল্লেখিত চারটি প্রপঞ্চের সাথে টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে আমাদের আগেই উপলব্ধি করতে হবে যে এই মতবাদ ভবিষ্যতের আরো অনেক বছর বিরাজ করে যাবে। এর নাম ভাঙ্গিয়ে এখনো শরীকদের সংলাপের টেবিলে একত্রিত করা যায়। কিন্তু এ ধরনের সভা সমাবেশ কতটুকু কার্যকর?

আমরা আগেই হয়তো দেখেছি যে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগের চাইতে বিভিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে আলোচনাই বেশি হচ্ছে। তাছাড়া কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হবে সে বিষয়েও কোন রূপরেখা প্রবর্তন করা হয় নি। নিঃসন্দেহে টেকসই উন্নয়নের অধিকাংশকে একত্রিত করার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু এর প্রয়োগের দুর্বলতার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। এখানে প্রয়োগের চাইতে সমাবেশ কূটনীতির বাহুল্যই দেখা যায়।[৫৩] কিছু কিছু বিষয়ে হয়তো গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সরকারের দায়িত্বগুলো চিহ্নিত করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতের হুমকিগুলোর ব্যাপারেও ব্যাপক কিংবা সাধারণ সাবধানবাণী প্রচার করা যাচ্ছে। গণসচেতনতার মাধ্যমে নতুন চলক কিংবা কর্মী তৈরি করা যাচ্ছে। এর সবই সম্ভব হয়েছে টেকসই উন্নয়ন পরিভাষাকে সামনে রেখে। কিন্তু যদি বিষয়বস্তু নির্ধারণ, প্রয়োগ ও প্রশাসনিক সংস্কার, নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং নতুন মতবাদে গণমত তৈরি করা এবং বিশ্বমান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অনেকটাই পিছিয়ে। প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনের ক্ষেত্রে কোন আন্তর্জাতিক ফোরাম সবচাইতে কার্যকর। বৈশ্বিক পরিবেশ সম্মেলনের পরিবেশ হয়তো অচিরেই শেষ হবে না তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে টেকসই উন্নয়নের পরিবেশটি যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে।[৫৪]

একটি প্রাথমিক অভিযান

এখন আমি আমার প্রাথমিক বৃহত্তর প্রশ্নের দিকে ফিরে যেতে পারি: বৈশ্বিক পরিবেশ আইন প্রয়োগের জন্য আমরা বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনের কোন মৌলিক পরিপ্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি? এই নিবন্ধে আমরা এই মতবাদই ব্যক্ত করেছি যে প্রাধান্যের ভিত্তিতে চারটি প্রপঞ্চকে সুষ্ঠুরূপে বিন্যস্ত করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে টেকসই উন্নয়নের নামে এক ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে আমাদের দেখতে হবে বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনের ক্ষেত্রে আসলেও কোন অগ্রগতি হয়েছে কি না; এই অগ্রগতি কতটুকু সাধিত হয়েছে; সঠিক সমন্বয় সাধন করা গেছে কি না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে যেখানে নতুন করে প্রচেষ্টা শুরু করা যায়। এখন হয়তো আমরা অগ্রগতি শব্দটি আগের মতো আর ব্যবহার করছি না। বিষয়টি এখন অনেকটাই ইউটোপিয় কিংবা সন্দেহ জনক বলে মনে হচ্ছে। প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখতে হবে প্রগতির কথাই যদি আসে তাহলে বৈশ্বিক পরিবেশ শাসনের ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট অর্থ কি? এটি হতে পারে অধিকতর গণঅংশীদারিত্ব; অধিকতর সুক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যকরণ; জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অধিকতর কমমাত্রায় নির্ভর করা, আবিস্কার ও প্রযুক্তির অধিকতর সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এগুলোকে প্রাধান্যের ভিত্তিতে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে তবে এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।

রিসিএল যে নিবন্ধগুলো প্রকাশ করে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করা। এমনও দেখা গেছে যে প্রতিটি প্রপঞ্চের উপর আলাদা করে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন নিবন্ধ পুরো বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আমিও আমার এই নিবন্ধে প্রপঞ্চগুলোকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়। এখন আমি যেই সুপারিশগুলো উপস্থাপন করবো সেগুলো প্রপঞ্চটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলার জন্য নয় বরং অন্যান্য লেখকগণ এ বিষয়ে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে কোন কোন কারণে আরো বাড়তি গবেষণার প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করা।

এলিসা মর্গেরা এবং এনালিসা সাবারেসি বৃহত্তর আরো দুটি মতবাদের উপর বিশ্লেষণ করেছেন। একটি হচ্ছে 'green growth' এবং আরেকটি হচ্ছে 'green economy'। তিনি টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত যে অস্পষ্ট ধারণাগুলো রয়েছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যই এই দুটি পরিভাষার ব্যবহার করেন। এতে তারা রিও+২০ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তারা মনে করে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে এ সম্মেলন খুব একটা বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে নি। তাদের এই নিবন্ধ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করা যেতে পারে। আমি যা বুঝলাম তাতে মনে হলো যে কেউ সবুজ প্রবৃদ্ধি থেকে সহজেই সবুজ অর্থনীতির দিকে যেতে পারে। রিও+২০ সম্মেলনে মূলত সবুজ অর্থনীতির উপরেই আলোকপাত করা হয় তবে বিষয়টি কোন এক পর্যায়ে যেতে যেতে আবার অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন তাদের প্রবর্তিত সবুজ উন্নয়ন হচ্ছে উন্নত দেশগুলোরই আবিস্কার। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো সংলাপের টেবিলে এসে এই সবুজ প্রবৃদ্ধির গতিরোধ করে দেয়। মূলত তাদের নিবন্ধে মর্গেরা এবং সাবারেসি সবুজ অর্থনীতি বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তারপরও আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের এই বিশ্লেষণ অপর্যাপ্ত থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গণঅংশীদারিত্ব। তবে এই নিবন্ধে সবুজ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের মতবাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

আরেকটি বিষয় যা মর্গেরা এবং সাবারেসির নিবন্ধ থেকে উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে আমরা সবুজ প্রবৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি ১ অথবা সবুজ অর্থনীতি ২ এর উপর মনোনিবেশ করতে পারি। যদি তা হয় তাহলে টেকসই উন্নয়নের চারটি প্রপঞ্চের তিনটির ব্যাপারে আমরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবো যেগুলো মূলত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত। সবুজ অর্থনীতির অর্থ হচ্ছে পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চর্চা করা। তবে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির উপর যখন অর্থনৈতিকভাবে মনোনিবেশ করা হয় তখন ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রুখে দিতে অনেকেই 'degrowth' এবং 'planetary boundaries' জাতীয় পরিভাষার প্রবর্তন করেন। নিঃসন্দেহে যদি কেউ প্রবৃদ্ধির মন্থরতা এবং এই পৃথিবীর সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনা করে তাহলে সবুজ অর্থনীতির লাগাম টেনে ধরতে হবে।[৫৬] সিদ্ধান্ত কর্তারা তখন উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি আদর্শ থেকে দূরে থাকতেও অস্বত্বিবোধ করবেন।[৫৭] রিও+২০ সম্মেলনে কল্যাণমূলক অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়গুলো বিবেচনা করা।[৫৮] যদি আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশের চিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিষয় অনেকটাই সমাধানের মুখ দেখবে। তাছাড়া কল্যাণমূলক অনেক পদক্ষেপ নেয়ারও পথ সুগম হবে। যদি আমরা মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়ন চাই তাহলে নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরই চাপটা গিয়ে পড়বে। বিশেষ করে ঐ সকল দেশে যেখানে মানবকল্যাণে বিষয় এমনিতেই কাঙ্খিত একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমরা এই সকল দেশের এখন পরিবেশ সংরক্ষণের উপর জোর দিতে সক্ষম হব।

পরবর্তী সমস্যা সংকুল বিষয়টি হচ্ছে বৈচিত্র্যকরণের বিষয়টি। বৈচিত্র্যকরণের বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি শুধুমাত্র সাম্য কিংবা ন্যায় পরায়নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর কায়করিতার ব্যাপারেও ভাবতে হবে। যে কোন পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ নিতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে উন্নয়নের সাথে যথোপযুক্ত বৈচিত্র্যকরণের বিষয়টি সংযুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময় চাহিদা ও ঘাটতির কথা বিবেচনা না করলে বৈশ্বিক পরিবেশ শাসন কার্যকর কার্যকর হতে পারবে না। যুস্ট পয়েলিন এবং ডেন ফার্বার এই বিষয়টির উপর একটি বিশেষ নিবন্ধন প্রকাশ করেছেন। পরিবেশ চুক্তির ক্ষেত্রে তিনি অধিকমাত্রায় বৈচিত্র্যকরণের পরিবর্তে স্বল্পমাত্রায় বৈচিত্র্যকরণ প্রয়োগের কথা বলেন। তিনি মনে করেন বাণিজ্য ও আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়গুলো বিবেচনা করে রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণি বিন্যস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা। এ সকল কিছু বিবেচনা করলে হয়তো বৈচিত্র্যকরণের সথে ন্যায় পরায়নতা কিংবা ভারসাম্যের সমন্বয় সৃষ্টি করাটা কঠিন হয়ে পড়বে। তবুও বহুমুখী পরিবেশ চুক্তিকে কার্যকর করতে হলে এটাই প্রধান শর্ত। ফার্বার তার লেখনিতে উদিয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। তিনি তাদেরকে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দুই ধারায় বিভক্ত করেন। তিনি মনে করেন আবহাওয়া দুষণের জন্য প্রকৃতপক্ষে সম্পদশীল উন্নত দেশগুলোই দায়ী। তাই দরিদ্র্য উদীয়মান উন্নয়নশীল অর্থনৈতিকগুলোকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকেই প্রধানত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অতঃপর তিনি বৈচিত্র্য ও পার্থক্যমন্ডিত দায়দায়িত্বের ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে উদীয়মান অর্থনীতিগুলো তহবিল সংগ্রহ করে কিভাবে স্থানীয়ভাবে তা বরাদ্দ করতে পারে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে।[৫৯]

আমাদের উল্লেখিত চতুর্থ প্রপঞ্চটির উপর লিখেন কার্লোস কোরিয়া এবং ডেরেক ইটোন। প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে আইন ও অর্থনীতির ভূমিকা তারা দুজন খতিয়ে দেখেন। তারা মনে করেন ধনী দেশগুলো আন্তর্জাতিক আলোচনার টেবিলে বসে যে সিদ্ধান্তগুলো চাপিয়ে দেন সেগুলো প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কার্যকর নয়। তারা যদিও বোঝাতে চাইছেন যে আইপিআর হচ্ছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য উত্তম কৌশল তবুও প্রায়োগিক গবেষণায় দেয়া যায় এই আইপিআর ব্যবস্থাই পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিবাচক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোরিয়া মনে করেন আইপিআর ব্যবস্থায় যদি সংশোধনী আনা হয় তাহলে শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোই উপকৃত হবে না বরং উন্নত বিশ্বের দেশগুলোও উপকৃত হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির পেয়ে সেগুলো প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে এবং উন্নত বিশ্বের আবিষ্কারকগণ আইনী মারপ্যাচ থেকে মুক্তি পাবে। ইটোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পলিসির কথা বলেন। এর সাথে বাণিজ্য আচরণ এবং বিনিয়োগ চুক্তিগুলোরও সমন্বয় সাধন করতে হবে যাতে করে ইউন্যাপ প্রবর্তিত ২০০১ সালের প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করে সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়িত করা যায়। কোরিয়া এবং ইটোন আইপিআর এর সাথে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের সম্পৃক্ততা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাদের পরিপ্রেক্ষিত উৎস সম্বন্ধীয় বৈচিত্র্যকরণগুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে যাতে করে উত্তর ও দক্ষিণের নেতিবাচক মেরুকরণের মাত্রা কিছুটা হলেও প্রশমন করা যায়।

ডেবিট কাসুটো এবং রুমলো স্যাম্পাও প্রথম প্রপঞ্চটির বিষয়ে তাদের গবেষণা উপস্থাপন করেন : অংশীদারিত্ব। তারা মনে করেন না যে এটি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে বরং এক্ষেত্রে নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর বৈধতাকে নেয়ার সমর্থন করবে এবং অনিশ্চয়তা দূর করবে। নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া বিবেচনা করলে অংশীদারিত্বের ভূমিকাই মূখ্য এবং গণসচেতনতার বিষয়েও অংশীদারিত্বই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে সে বিষয়ে অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়া চর্চা করলে পলিসি ও সিদ্ধান্তকর্তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রবর্তনে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত হবে। যে সকল বিষয়ে অনিশ্চয়তার পরিমাণ বেশি থাকবে সে সকল বিষয়ও অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়া পরিবেশ সমস্যা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে অনিশ্চয়তা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাসুটো এবং স্যাম্পাও এভাবেই অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

সবকিছু বিবেচনা করলে দেখা যাবে রিও+২০ সম্মেলনের উদ্যোগগুলোর উপরেই রিসিয়েল তাদের এই বিশেষ সংখ্যা প্রচার করেছে। যদি এর আকুপাংচারাল বিন্দুগুলোর কথা চিন্তা করা হয় তাহলে প্রাধান্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুগুলোকে বিন্যস্ত করা সহজ হয়ে পড়বে। আমরা যে রূপ রেখা দিয়েছি সেগুলো আশা করি ভবিষ্যতের আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রকে সুগম করবে। আমরা বুঝতে পারবো বিশ্ব পরিবেশ শাসনে প্রকৃত উন্নয়ন কতটুকু সাধিত হয়েছে। প্রাধান্যের বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হব। সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শ্রেণি বিন্যস্ত করারও সযোগ পাব। এই বিষয়ে রিসিয়েল ভবিষ্যতে আরো বিতর্কের আয়োজন করতে পারে আমাদের সম্পাদিত এই উপস্থাপনাগুলোর উপর ভিত্তি করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

[1] Implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the Outcomes of the World Summit on Sustainable Development (UNGA Resolution A/RES/64/236, 24 December 2009).

[2] M. Zürn, 'Global Governance as Multi-level Governance', in: D. Levi-Faur (ed.), *The Oxford Handbook of Governance* (Oxford University Press, 2012), 730; J.G. Speth and P. Haas, *Global Environmental Governance* (Island Press, 2006), 12–51 (detailing the main environmental problems requiring global action).

[3] International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) and World Wildlife Fund (WWF), *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development* (IUCN, UNEP and WWF, 1980), found at: <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/ WCS-004.pdf>.

[4] Report of the World Commission on Environment and Development:Our Common Future (UN Doc. A/42/427, 4 August 1987), Annex ('Our Common Future'), Part I, chapter 2, section I.

[5] Rio Declaration on Environment and Development, found in Report of the UN Conference on Environment and Development (UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), 14 June 1992), Annex ('Rio Declaration'), particularly Principles 4 and 8. For a short conceptual history of sustainable development, see A.E. Egelton, *Sustainable Development: A History* (Springer, 2012). At least three book-length legal studies have been devoted to the evolution of sustainable develop development: V. Barral, *Le Développement Durable en Droit International: Essai sur les Incidences Juridiques d'un Concept Évolutif* (PhD dissertation, European University Institute, 2007); N. Schrijver, 'The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception,Meaning and Status', 329 *Recueil des Cours* (2007), 217; C. Voigt, *Sustainable Development as a Principle of International Law* (Martinus Nijhoff, 2009) (focusing on climate change and trade law).

[6] The concept of 'eco-development' was advanced as part of the preparation of the so-called 'Founex II' conference, held in 1974. The project paper by I gnacy Sachs can be found in the collection of papers of Maurice Strong (IV. UN Conference on the Human Environment/UN Environment Programme years: 1970–1975, Series III. UNEP file: 1968 January–1975 December, Subseries B), donated by Strong himself to the Environmental Science and Public Policy Archives, Harvard University. A further elaboration of this concept can be found in B. Glaeser (ed.), *Ecodevelopment: Concepts, Projects, Strategies* (Pergamon Press, 1984), which includes a preface by Sachs. The concept of 'green economy' is of more recent vintage. Its origins are usually traced back to D.W. Pearce, A. Markandya and E.B. Barbier, *Blueprint for a Green Economy* (Earthscan, 1989). The 'blueprints' offered by the authors are, however, embedded within the concept of sustainable development and can be seen as an interpretation of it. These blueprints also underlay UNGA Resolution /RES/ 64/236, n. 1 above. A modernized version of the green economy concept appears in E. Barbier, *A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery* (Cambridge University Press, 2010) as well as in UNEP, *The Green Economy Report – A Synthesis for Policy Makers* (UNEP, 2011). On the concept, see the article by E. Morgera and A. Savaresi in this issue.

[7] Programme for the Further Implementation of Agenda 21 (UNGA Resolution S/19-2, 28 June 1997), Annex, paragraph 3 ('We are convinced that the achievement of sustainable development requires the integration of its economic, environmental and social components').

[8] On this debate, see the article by Carlos Correa in this issue.

[9] W. Clark and N. Dickson, 'Sustainability Science: The Emerging Research Program', 100:14 *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (2003), 8059; W. Clark, 'Sustainability Science: A Room of Its Own', 104:6 *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (2007), 1737.

[10] S. Baumgärtner and M. Quaas, 'What is Sustainability Economics?', 69:3 *Ecological Economics* (2010), 445.

[11] A. Gasparatos and A. Scolobig, 'Choosing the Most Appropriate Sustainability Assessment Tool', 80 *Ecological Economics* (2012), 1.

[12] V. Lowe, 'Sustainable Development and Unsustainable Arguments', in: A. Boyle and D. Freestone (eds.), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges* (Oxford University Press, 1999), 19.

[13] L. Caldwell, *International Environmental Policy* (Duke University Press, 1996), 95–97.

[14] Interview Gro Harlem Brundtland, March 2004, referred to in: H.Selin and B.-O. Linnér, 'The Quest for Global Sustainability: International Efforts on Linking Environment and Development', CID GraduateStudent and Postdoctoral Fellow Working Paper 5 (January2005), found at: <http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/ fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/studentfellows/wp/005.pdf>, at 47.

[15] United Nations Framework Convention on Climate Change (NewYork, 9 May 1992; in force 21 March 1994).

[16] Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kyoto, 11 December 1997; in force 16 February 2005).

[17] Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5 June 1992; in force 29 December 1993).

[18] Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena, 29 January 2000; in force 11 September 2003).

[19] United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 14 October 1994; in force 26 December 1996).

[20] Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Conventions on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (New York, 4 August 1995;in force 11 December 2001).

[21] Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Rotterdam, 10 September 1998; in force 24 February 2004).

[22] Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm, 22 May 2001; in force 17 May 2004).

[23] United National Environmental Programme (UNEP), *Global Environmental Outlook 5: Environment for the Future We Want* (UNEP,2012), at 464, Figure 17.1.

[24] UNGA Resolution S/19-2, n. 7 above.

[25] Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (UN Doc. A/CONF.199/20), in particular Resolution 2 ('Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development'). The focus on implementation and, more specifically, on multi-stakeholder partnerships was largely an attempt to compensate for the lack of political will to take bolder steps. See L. Andonova and M. Levy, 'Franchising Governance: Making Sense of the Johannesburg Type II Partnerships', in O. Schram Stokke, Ø.B. Thommessen (eds.), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development* (Earthscan, 2004), 19.

[26] The Future We Want (UN Doc. A/RES/66/288, 11 September 2012) ('Rio+20 outcome document').

[27] <www.uncsd2012.org>.

[28] P.-M. Dupuy, J.E. Viñuales (eds.), *Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection: Incentives and Safeguards* (Cambridge University Press, 2013).

[29] The emphasis on development and growth, especially during the 1990s, is documented in S.F. Bernstein, *The Compromise of Liberal Environmentalism* (Columbia University Press, 2001). It is interesting to compare, in this regard, the Rio+20 outcome document, n. 26 above, with General Assembly Resolution 2849 (XXVI) of December 1971, which was at the time seen as a threat looming over the success of the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment. The resolution 'reiterate[d] the *primacy of independent economic and social development as the main and paramount objective of international co-operation*, in the interests of the welfare of mankind and of peace and world security'. Development and Environment (UNGA Resolution 2849 (XXVI), 20 December 1971), paragraph 11 (emphasis added). The Rio+20 outcome document, n. 26 above, paragraph 2, also stressed, in contemporary language, the primacy of the economic and social development pillars of sustainable development: 'Poverty eradication is the *greatest global challenge* facing the world today and an indispensable requirement for sustainable development. In this regard, we are committed to freeing humanity from poverty and hunger as a matter of urgency' (emphasis added).

[30] See S.R. Arnstein, 'A Ladder of Citizen Participation', 35:4 *Journal of the American Institute of Planners* (1969), 216.

[31] For an analytical framework conceptualizing global environmental governance at different interconnected levels, see L. Andonova and R. Mitchell, 'The Rescaling of Global Environmental Politics', 35 *Annual Review of Environment and Resources* (2010), 255.

[32] The most sophisticated instrument so far in this regard is the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998; in force 30 October 2001), adopted within the framework of the United Nations Economic Commission for Europe, but also open to the accession of other States. The Aarhus Convention implements the contents of Principle 10 of the Rio Declaration, n. 5 above.

[33] See, e.g., M. Kraft and S. Kamieniecki (eds.), *Business and Environmental Policy: Corporate Interests in the American Political System* (MIT Press, 2007).

[34] Jorge E. Viñuales, *The Rise and Fall of Sustainable Development*, 2013 Blackwell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.

[35] S. Dietz, C. Marchiori and A. Tavoni, *Domestic Politics and the Formation of International Environmental Agreements* (London School of Economics, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2012).

[36] See D. Farber, 'Carbon Leakage versus Policy Diffusion: The Perils and Promise of Subglobal Climate Action', 13 *Chicago Journal of International Law* (2013).

[37] See J. Pauwelyn, R. Wessel and J. Wouters (eds.), *Informal International Lawmaking* (Oxford University Press, 2012). For a selection of case studies, see A. Berman, S. Duquet, R. Wessel and J. Wouters (eds.), *Informal International Lawmaking: Case Studies* (TOAEP Academic, 2012).

[38] Jorge E. Viñuales, *The Rise and Fall of Sustainable Development*, 2013 Blackwell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.

[39] See, e.g., T. Hayward, *Political Theory and Ecological Values* (Polity Press, 1998);

R. Neumann, Imposing Wilderness: Struggles over Livelihood and Nature Preservation in Africa (University of California Press, 1998); M. Dowie, *Conservation Refugees: The Hundred Years Conflict between Global Conservation and Native Peoples* (MIT Press, 2009).

[40] See D.B. Magraw, 'Legal Treatment of Developing Countries: Differential, Contextual and Absolute Norms', 1:1 *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* (1989), 69; P. Cullet, *Differential Treatment in International Environmental Law* (Ashgate, 2003); L. Rajamani, *Differential Treatment in International Environmental Law* (Oxford University Press, 2006).

[41] See, e.g., M. Gardiner, 'Ethics and Global Climate Change', 114:3 *Ethics* (2004), 555; S. Vanderheiden (ed.), *Political Theory and Global Climate Change* (MIT Press, 2008).

[42] J.E. Viñuales, 'Balancing Effectiveness and Fairness in the Redesign of the Climate Change Regime', 24:1 *Leiden Journal of International Law* (2011), 223.

[43] Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montréal, 16 September 1987; in force 1 January 1989).

[44] L. Maugeri, *Oil: The Next Revolution* (Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, June 2012).

[45] M.W. Anderson, M. Teisl and C. Noblet, 'Giving a Voice to the Future in Sustainability: Retrospective Assessment to Learn Prospective Shareholder Engagement', 84 *Ecological Economics* (2012), 1.

[46] See C. Redgwell, 'Geoengineering the Climate: Technical Solutions for Mitigation Failure or Continuing Carbon Addiction?', 4:2 *Carbon and Climate Law Review* (2011), 178.

[47] On the different fora in which energy negotiations are being conducted, see the overview in: J. Pauwelyn (ed.), *Global Challenges at the Intersection of Energy, Trade and the Environment* (Graduate Institute, 2010).

[48] See J.E. Viñuales, 'Vers un Droit International de l'Énergie: Essai de Cartographie', in: D. Bentolila and M.G. Kohen (eds.), *Mélanges en l'Honneur du Professeur Jean-Michel Jacquet* (LexisNexis, 2013, forthcoming), found at: <http://graduateinstitute.ch/cies/publications/CIES_Research_Papers.html>.

[49] Ibid., at section II.3.

[50] A. Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford University Press, 1981).

[51] See L. Diaz Anadon, 'Missions-oriented RD&D Institutions in Energy Between 2000 and 2010: A Comparative Analysis of China, the United Kingdom and the United States', 41:10 *Research Policy* (2012), 1742.

[52] A.H.B., Monk, 'The Emerging Market for Intellectual Property: Drivers, Restrainers and Implications', 9:4 *Journal of Economic Geography* (2009), 469.

[53] See V. Barral, n. 5 above.

[54] P.M. Haas, 'UN Conferences and Constructivist Governance of the Environment', 8:1 *Global Governance* (2002), 73.

[56] See, e.g., G. Kallis, C. Kerschner and J. Martinez-Alier, 'The Economics of Degrowth', 84 *Ecological Economics* (2012), 172 (assessing recent research and refining the relevant research questions).

[57] Jorge E. Viñuales, *The Rise and Fall of Sustainable Development*, 2013 Blackwell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.

[58] See Rio+20 outcome document, n. 26 above, at paragraph 38.

[59] Jorge E. Viñuales, *The Rise and Fall of Sustainable Development*, 2013 Blackwell Publishing Ltd.